বিশ্বকাপে আজ

মালি-নিউজিল্যান্ড
তুরস্ক-প্যারাগুয়ে
সময় ঃ বিকেল ৫টা

ঘানা-ভারত
আমেরিকা-কলম্বিয়া
সময় ঃ রাত ৮টা

শেষদিকে চাপে পড়ার কথা স্বীকার ইংল্যান্ডের

অঞ্জন চক্রবর্তী ● কলকাতা

১১ অক্টোবর ঃ উত্তেজক ম্যাচে জিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ইংল্যান্ড কোচ স্টিভ কুপার। রাখঢাক না করেই শেষ পর্বে চাপে পড়ে যাওয়ার কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি বেশিরভাগ সময়ে তাঁর দলের আধিপত্য থাকার কথা। বলেছেন, 'শেষদিকটায় আমাদের উপরে চাপ তৈরি হয়েছিল। তবে এই পর্বের খেলাটা আমাদের দলের ফুটবলারদের কাছে শিক্ষণীয় অধ্যায়ের মতো। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না পরিস্থিতিটা দারুণভাবে সামাল দিয়েছে ওরা। আর ম্যাচের বেশিরভাগ সময়ে আমাদের দলই কিন্তু দাপট দেখিয়েছে। দুই ম্যাচে জিতে পরের পর্বের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলাটাকে কৃতিত্বই বলতে হবে। চাপের মুখে দাঁড়িয়ে ছেলেরা যেভাবে রক্ষণ আগলেছে, সেটা সত্যিই দারুণ। দলের খেলায় আমি তৃপ্ত।' একই কথা বলেছেন ইংল্যান্ড দলের নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার জর্জ ম্যাকেরচানও। মাঠ ছাড়ার আগে মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'শেষদিকে সত্যিই স্নায়ুর চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল মেক্সিকো। চেষ্টা করব আগামী ম্যাচগুলোতে যেন এমনটা না হয়।' চিলির বিরুদ্ধে বড়ো ব্যবধানে জয় ও মেক্সিকোর বিরুদ্ধে কষ্টসাধ্য জয়ের পরেও দলের ফুটবলারদের আত্মতুষ্টিতে ভুগতে দিতে নারাজ ইংল্যান্ডের প্রশিক্ষক। কুপার পরিষ্কার বলে দিলেন, 'বড়ো ব্যবধানে আমরা ছাড়াও অনেক দলই জিতছে। বিশ্বকাপে খেলা দলগুলোর মধ্যে গুণগত মানের পার্থক্যটা উনিশ-বিশ। দুটো ম্যাচে জিতে নকআউট পাকা হলেও একটা ম্যাচ বাকি রয়েছে আমাদের। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের পর্বে ওঠার সুবিধাটা পেতে হলে সেই ম্যাচেও জিততে হবে আমাদের।'

অপরদিকে, হারলেও শেষলগ্নে দলের খেলায় সন্তুষ্ট মেক্সিকোর কোচ মারিও আর্তেগা। অনূর্ধ্ব-১৭ কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নদের কোচ বলে গেলেন, 'আগের ম্যাচের মতোই শুরুটা ভালো করতে না পারার ফল ভুগতে হল আমাদের। তবে আমি খুশি ছেলেরা ম্যাচের শেষলগ্ন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ায়। মেক্সিকো ঠিক কীরকম ফুটবল খেলতে পারে, সেটা দেখিয়ে দিয়েছে ওরা। আর বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাইব যুবভারতীর সমর্থকদের। তারা যেভাবে আমাদের ফুটবলারদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে, তা অতুলনীয়।' সঙ্গে ইংল্যান্ড দলের প্রশংসা করতেও ভুললেন না তিনি। ইংল্যান্ড দল সম্পর্কে আর্তেগার সংযোজন, 'দুরন্ত সব খেলোয়াড় রয়েছে ওদের দলে। আগের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের থেকে ইংল্যান্ডের এবারের দল অনেক বেশি শক্তিশালী। আর স্যাঞ্চো সত্যিই অসাধারণ।'

ম্যাচের পরে হতাশা, কষ্টে মাঠের মধ্যে কেঁদে ভাসানো মেক্সিকান মেসি দিয়েগো লাইনেজও কলকাতার সমর্থকদের বিশেষ প্রশংসা করে জানিয়ে গেলেন, 'এখানকার সমর্থকদের ভালোবাসায় আমি আপ্লুত। ওদের জন্যই আরও একবার কলকাতায় খেলতে চাই।' কলকাতার সমর্থন ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে মেক্সিকোর দিকে ঘুরে যাওয়া খোলা মনে মেনে নিয়ে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জোয়েল ল্যাটিবুয়েডিয়েরে জানিয়ে গেলেন, 'সমর্থকরা ভালো ফুটবল দেখতে এসেছিলেন। তাই মেক্সিকোর ভালো খেলা দেখে তাদের সমর্থন আমায় অবাক করেনি। আমরা নিজেদের খেলায় মনঃসংযোগ করেছিলাম। তিন গোলের লিডটা কোনোমতেই খোওয়ানো যাবে না, এভাবেই লড়াই চালিয়ে গিয়ে সফল হয়েছি।' লড়াই করার পরে মহাগুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট যে তারা তুলে নিতে পেরেছে, সেটাই সবথেকে স্বস্তিদায়ক বলে জানিয়ে গেলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড অ্যাকাডেমির ফুটবলার অ্যাঞ্জেল গোমস।

টিমে প্রথম জেসিন্তা

বাগডোগরা, ১১ অক্টোবর ঃ দৃষ্টিহীনদের ইস্ট জোন দাবায় টিম ইভেন্টে প্রথম হয়েছেন ভীমবার স্নেহাশ্রম দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের জেসিন্তা টোপ্পো। ব্যক্তিগত বিভাগে তাঁর স্থান ষষ্ঠ। এর ফলে তিনি ২৫-২৯ ডিসেম্বর হরিয়ানার আম্বালায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। জেসিন্তার সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দ রায়।

ফুটবল বিতরণ

করণদিঘি, ১১ অক্টোবর ঃ অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে। সেখানে ১৯টি ক্লাব, ১২টি স্কুল ও ৬টি মাদ্রাসা যোগ দিয়েছিল। তাদের হাতে ৫টি করে ফুটবল তুলে দেন বিধায়ক মনোদেব সিনহা, বিডিও ডব্লিউ জি ভুটিয়া, করণদিঘি থানার আইসি গৌতম চক্রবর্তী প্রমুখ।

ঘানার শারীরিক শক্তিকে ভয় পাচ্ছেন না ভারতীয় ফুটবলাররা

মানসিকভাবে তৈরি জিকসনরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ ছোটোবেলার কোচকে দেখে যেন হঠাৎই নিজের আবেগটা বেরিয়ে আসে ভিতর থেকে, 'ধুৎ, আর খেলতে ভালো লাগছে না। যে ম্যাচটা আমাদের জেতার কথা, সেটায় একটাও পয়েন্ট পেলাম না।' রহিম আলির কথা শুনে অবাক সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কলকাতার সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও। এরপরই অবশ্য তাঁকে সামলাবার দায়িত্ব নিয়ে নেন অমিয় ঘোষ। রহিমকে বোঝান, এটা ভেঙে পড়ার সময় নয়। এখনও একটা ম্যাচ বাকি। উঠে দাঁড়িয়ে সমানে সমানে লড়তে হবে। যেভাবে খেলছে রহিমরা তাতে যেকোনো দিনই জয় এসে যাবে। আর সেই দিনটা যে ঘানার বিরুদ্ধেই আসবে না, কে বলতে পারে?

এদিন হোটেলে বাড়তি নিরাপত্তা ভারতীয় দলকে ঘিরে। হঠাৎই কি গুরুত্ব বেড়ে গেল ধীরাজ-বরিসদের? ব্যাপারটা বোঝা গেল খানিকক্ষণ পরে। হোটেল কর্তৃপক্ষ চাইছে না, তাদের লবিতে বসে এমনিই ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলে চলে যান সাংবাদিকরা। তাতে তাদের মার্কেটিং এবং প্রোমোশনাল উইংস প্রশ্ন তুলছে। অবশ্য সেসব নিয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের খুব যে একটা মাথাব্যথা আছে তা মনে হল না। তাঁরা দিব্যি মহানন্দে নিজেদের লোকজনদের ডেকে ডেকে কথাবার্তা বলে গেলেন। রহিম আলি যেমন নিজের ছোটোবেলার কোচের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন প্রকাশ্যেই। তাঁকে অমিয় ঘোষ পইপই করে বোঝালেন, 'তুই অফসাইড ট্র্যাপটা ভালো করে লক্ষ্য রাখবি। তুই ওই গোলটা সেদিন পেয়েই যেতিস যদি কয়েক সেকেন্ড দেরি করে বেরোতিস।' পরে জানালেন, 'রহিমকে বলেছি যদি ঘানার বিরুদ্ধে গোল করতে পারিস তাহলে একটা সোনার আংটি দেব তোকে। আর যদি জিততে পারিস তাহলে আরও বড়ো উপহার পাবি।' রেনেডি সিং এসে দুটো ম্যাচ দেখে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের ফুটবলাররা চেহারা এবং বেসিক টেকনিকে খানিকটা পিছিয়ে আছে। ফার্স্ট টাচটা এখনও যেন পুরোপুরি ঠিক হয়নি। এখনই ওদের মাথায় তোলার কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না। বরং আরও অনেক রাস্তা যাওয়া বাকি। তবে হ্যাঁ, সীমাবদ্ধতা নিয়েও ওরা যেভাবে লড়ছে তা ভারতীয় হিসেবে আমাকে গর্বিত করেছে। এদের আরও বিদেশে এক্সপোজার দিতে হবে।' প্রায় একই বক্তব্য ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার বিজয়নেরও। এদের কি কিছু টিপস দেবেন, প্রশ্ন করলে নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন, 'পাগল নাকি? আমি এশিয়ান গেমস-সাফ কাপ খেলেছি, আর এরা বিশ্বকাপ খেলছে। এত বড়ো বড়ো দেশের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়ছে তা এককথায় অসাধারণ।' ধীরাজ-জিকসনদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁদের ওখানকার ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত এক ভদ্রলোক। এঁদের দুজনের সঙ্গে দেখা গেল বরিস ও সুরেশ সিংকেও। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিলেন সকলে লবিতে বসে। ওঁদের দেখে এটুকু বোঝা গেল যে ওঁরা সকলেই রয়েছেন ফুরফুরে মেজাজে। আর তার সঙ্গে দুটো ম্যাচ খেলেই ওঁদের নিজেদের যাবতীয় আবেগ-ভয় সবই কেটে গিয়েছে। এখন ওরা তৈরি ঘানার মতো দলের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে। অমরজিৎ তো বলেই দেন, 'প্রতিপক্ষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু যদি কেউ মনে করে আমরা আত্মসমর্পণ করব তাহলে ভুল করছে। কলম্বিয়ার থেকেও বেশি প্রতিরোধ পাবে আমাদের থেকে।' জিকসনও জানান, 'ওদের বড়ো চেহারার মোকাবিলা করতে আমরা তৈরি।'

রহিমই যেমন বলেন, 'ওরা ফিজিক্যাল ফুটবল খেলে ঠিকই। কিন্তু ভয় পাচ্ছি না। আগে ভয় পেতাম, এটা ঠিক। কিন্তু এখন সেসব কেটে গিয়েছে। এখন জানি ওদেরও দুটো হাত-পা, আমাদেরও তাই। তাহলে আমরা কেন সমানে সমানে লড়তে পারব না?' তার এই কথা শুনে এক সিনিয়র সাংবাদিকের মন্তব্য, 'বাহ্‌, ছেলেটি তো মহম্মদ হাবিবের মতো মানসিকতা দেখাচ্ছে।' ঠিক এটাই এখন ইউএসপি এই ভারতীয় ফুটবলারদের। সকলেই কিন্তু হারার আগে হারব না এই মনোভাব নিয়ে চলতে পছন্দ করেন। যেমন বরিসই বলছিলেন, 'ঘানার ফুটবলাররা এই গ্রুপে সবথেকে বেশি শক্তিশালী শারীরিক দিক থেকে। ওরা ফিজিক্যাল ফুটবলও খেলে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা ওদের সামনে আত্মসমর্পণ করব। আমারও তো ছোটো চেহারা। কিন্তু সকলেই বলেছেন যে আমি কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ভালো খেলেছি। আসল হল পারফরম্যান্স। সেটা ঠিক থাকলে চেহারাটা কোনো ফ্যাক্টর নয়।' প্রথম গোলদাতা জিকসন সিং মনে করে, 'ঘানা একটু বেশিই শরীরী ফুটবল খেলে বটে কিন্তু তার জন্য আমাদের নিজস্ব স্টাইল অফ ফুটবলের পরিবর্তন করার কোনো কারণ দেখছি না।'

এঁদের মধ্যে একটু মন খারাপ করে ঘুরছেন কোমল থাটাল। প্রথম ম্যাচে ভালো খেলেও দলে জায়গা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই মন ভালো নেই তাঁর। তবে এই বিষয়ে দলের সিওও অভিষেক যাদবের বক্তব্য, 'কলম্বিয়া ম্যাচের দিন অভিজিৎ আর রহিম যখন দুর্দান্ত ফুটবল খেলছে তখন কোমলের মতো একজন দ্রুতগতির উইংগার সত্যিই আমাদের খুব দরকার ছিল। কিন্তু এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হয়েছে যে এই দলগুলির সবাই আমাদের থেকে সবদিকে এগিয়ে আছে। ছেলেদের সেরাটা নিংড়ে দিতে হচ্ছে ম্যাচে। তাই নিজেদের শক্তি খানিকটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে খেলতে হচ্ছে আমাদের।' ঘটনা হল, কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে এতটাই নিজেদের নিংড়ে দেয় ফুটবলাররা যে অনেকেরই অল্পবিস্তর চোট লাগে। যদিও বড়ো কোনো দুর্ঘটনা নেই। ফলে নিজেদের সেরা দলটাই ঘানার বিরুদ্ধে নামাতে পারছেন কোচ মাতোস। দ্বিতীয় ম্যাচেই গোল পেয়েছে ভারত। গ্রুপের শেষ ম্যাচে এবার জয়ও তুলে আনতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার। আর তা যদি পারে তাহলে সেটাই হবে এই বিশ্বকাপের সবথেকে বড়ো অঘটন।

ঘানা ম্যাচের অনুশীলনে নামার তোড়জোড় ভারতীয় ফুটবলারদের। *ছবি ঃ ডি মণ্ডল*

আক্রমণের মেক্সিকান-ওয়েভ থামিয়ে নকআউটে ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড-৩ (ব্রুস্টার, ফোডেন, স্যাঞ্চো-পেনাল্টি) *মেক্সিকো-২ (লাইনেজ)*

অঞ্জন চক্রবর্তী ● কলকাতা

১১ অক্টোবর ঃ একই ম্যাচে একেবারে ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতধর্মী ফুটবল। প্রথমার্ধে যুবভারতী দেখল ম্যাড়মেড়ে ট্যাকটিক্যাল ফুটবল, আর দ্বিতীয়ার্ধে চোখ-ধাঁধানো চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক ফুটবল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে ফের একবার স্যাঞ্চো-জাদুতে ভর করে ম্যাচে কার্যত একাধিপত্য দখলের পথ প্রশস্ত করে নিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু তারপরেই শুরু মেক্সিকোর প্রত্যাবর্তন। যদিও শেষরক্ষা করতে পারল না তারা। প্রায় গোটা দল মিলে রক্ষণে নেমে এসে ৩-২ ফলে জয় নিশ্চিত করল ইংল্যান্ড। পাশাপাশি টানা দুটো ম্যাচে জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড। অপরদিকে, প্রথম ম্যাচে ড্র-এর পরে দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে বেশ চাপে পড়ে গেল মেক্সিকো। গ্রুপের শেষ ম্যাচে চিলিকে হারাতে না পারলে দু-বারের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নিতে হবে।

উপস্থিত সাড়ে ৪০ হাজার দর্শকের গ্যালারিতে মেক্সিকান ওয়েভ দেখা না গেলেও মারিও আর্তেগার ছেলেদের চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক ফুটবলকে সমর্থন জানালেন ফুটবলের শহরের ক্রীড়াপ্রেমীরা। খেলার ৫৫ মিনিটের মাথায় যাঁরা স্যাঞ্চোকে ফের একবার বীরের মতো বরণ করছিলেন, তাঁরাই কিছুক্ষণের মধ্যে তীব্র চিৎকার তুললেন 'মেক্সিকান মেসি' দিয়েগো লাইনেজের জন্য। হবে নাই বা কেন, প্রথমার্ধ থেকে একা দলকে টানার চেষ্টা করে চলা লাইনেজের সাত মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোলের সুবাদেই ম্যাচের গতি একেবারে বদলে দিয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৭ কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নরা। লাইনেজ, তোরেস, গুইতিরেজদের আক্রমণের সামনে তখন ইংল্যান্ড রীতিমতো থরহরিকম্প অবস্থা। খেলার শেষপর্বে মেক্সিকো একাধিক মিস না করলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতেই পারত। ম্যাচের শেষে কান্নায় ভেঙে পড়া লাইনেজকে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন মেক্সিকোর সাপোর্ট স্টাফরা। স্যাঞ্চোর মঞ্চ থেকে লাইমলাইট নিজের দিকে ঘুরিয়েও দলকে জেতাতে না পারার বেদনা সত্যিই ভোলার নয়। তবে লাইনেজ ও তাঁর সতীর্থরা এদিন যেভাবে কাঁপ ধরালেন ইংল্যান্ডের রক্ষণে, তাতে স্টিভ কুপারের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াটাই স্বাভাবিক।

প্রথমার্ধে দাপট বেশি ছিল ইংল্যান্ডেরই। মেক্সিকো মাঝেমধ্যে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলেও ইংল্যান্ডের রক্ষণ ভাঙার কাজটা সেভাবে করতে পারেনি তারা। দিয়েগো লাইনেজ দু-একটি ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যায় ফেলছিলেন ইমোয়া-গুয়েইদের। বরং ফিলিপ ফোডেন, জ্যাডন স্যাঞ্চো, হাডসন-ওডোইরা অনেক বেশি ব্যস্ত রেখেছিলেন মারিও আর্তেগার প্রশিক্ষণাধীন ফুটবলারদের। স্যাঞ্চোর বাঁ-প্রান্তিক দুরন্ত দৌড়ের পরে বাড়ানো ডিফেন্স চেরা একটা পাস মেক্সিকোর গোলরক্ষকের গায়ে মেরে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগও নষ্ট করেন হাডসন-ওডোই। তবে তার পরের মিনিটেই ব্রুস্টার গোল করে যান।

২৫ গজ দূর থেকে দুরন্ত ডান পায়ের ঝলকানি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার মিনিট ছয়েক আগে রেহান ব্রুস্টারের গোলে খেলায় লিড নেয় ইংল্যান্ড। ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো জোরালো শটে মেক্সিকোর গোলরক্ষক সিজার লোপেজকে পরাস্ত করেন ব্রুস্টার। দ্বিতীয় পোস্ট ও ক্রসবারের ঠিক নীচের সংযোগস্থলে রাখা শটটা আটকানোর কোনো অবকাশ ছিল না লোপেজের কাছে। বক্সের ঠিক বাইরে সর্পিল গতিতে ঢুকে পড়া ফিলিপ ফোডেনকে আটকাতে ফাউল করতে বাধ্য হন লুইস গামিজ। সেখান থেকেই প্রাপ্ত ফ্রি-কিকে পাপস্খলন ব্রুস্টারের। খেলা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই গোল করে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল ইংল্যান্ডের কাছে। সেক্ষেত্রে ফাঁকা নেটে বল ঠেলতে গিয়ে অবিশ্বাস্য মিস করেছিলেন ব্রুস্টার। ৯ মিনিটের মাথায় হাডসন-ওডোইয়ের দুরন্ত দৌড়ের পরে রাখা শট আটকে দিয়েছিলেন মেক্সিকোর গোলরক্ষক লোপেজ। রিবাউন্ডে আসা বলে ফাঁকা নেটে গোল করতে ব্যর্থ হন রেহান ব্রুস্টার। লিভারপুলের অ্যাকাডেমির এই ফুটবলারের অবিশ্বাস্য মিস দেখে রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেন ইয়ং লায়ন্সের প্রশিক্ষক স্টিভ কুপার। যদিও ফ্রি-কিকে ব্রুস্টারের করা বিশ্বমানের গোলই হাফটাইমের আগে স্বস্তি দেয় কুপারকে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ান ফিলিপ ফোডেন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এই ফুটবলারের জন্য গোলের বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন স্যাঞ্চো। প্রথমে বাঁ প্রান্তে বল ধরে দুজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে নিয়ে বক্সের ভিতরে ঢুকে পড়েন ইংল্যান্ডের ১১ নম্বর জার্সিধারী। কিছুটা এগিয়ে এসে হাডসন-ওডোইয়ের পরিবর্তে নামা অ্যাঞ্জেল গোমেসের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে সামনে আরও কিছুটা ফাঁকা জায়গা বের করে নেন তিনি। বক্সে ঢুকে আরও কিছুটা এগিয়ে ফোডেনকে নিখুঁত পাসে খুঁজে নেন স্যাঞ্চো। যা থেকে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শটে জাল কাঁপিয়ে যান পেপ গুয়ার্দিওলার বিশেষ প্রশংসা পাওয়া ফোডেন। মিনিট সাতেকের মধ্যে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান জ্যাডন স্যাঞ্চো। তার সেই বাঁ-প্রান্তিক দৌড়ের পরে রাখা ক্রস আটকাতে গিয়ে হ্যান্ডবল করে বসেন লুইস গামিজ। বাহরিনের রেফারি নাওয়াফ শুকরাল্লা সংগতকারণেই পেনাল্টির নির্দেশ দেন। ঠান্ডা মাথায় গোলরক্ষককে উলটো দিকে ফেলে যা থেকে গোল করতে ভুল করেননি 'দ্য এনটার টেনার' স্যাঞ্চো। গোলের পরে যুবভারতীর সমর্থকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে অভিবাদনও নেন তিনি।

কিন্তু তারপর থেকেই বদলাতে শুরু করেছিল ম্যাচের রং। স্যাঞ্চোর গোলের মিনিট দশেকের কিছুটা পরে ভাগ্যের সাহায্য পায় মেক্সিকো। লাইনেজের শট ইংল্যান্ড ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে জড়ায়। যদিও সেসময়ে টানা আক্রমণের চাপ সামলাতে না পেরেই ভুলটাও করে বসেছিল ইয়ং লায়ন্সের ডিফেন্ডাররা। খেলার ৭২ মিনিটের মাথায় মেক্সিকোর ১৯ নম্বর লাইনেজের দ্বিতীয় গোল। বাঁ পায়ের কোনাকুনি গ্রাউন্ডারে তিনি সেক্ষেত্রে পরাস্ত করেন ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক কার্টিস অ্যান্ডারসনকে। তারপরে যদিও গুইতিরেজ-হুয়েরতা একাধিক সুযোগ নষ্ট করেন। শেষদিকে কার্যত নিজেদের উজাড় করে রক্ষণ সামলে ম্যাচটা জিতে নেয় ইংল্যান্ড।

দাপট দেখিয়ে জিতল জ্যাডন স্যাঞ্চোদের দল।

আত্মবিশ্বাসের অভাব মাতোসের কথায়

ভারতের বিরুদ্ধে গোল করা সহজ নয়, বলছেন ফাবিন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ● নয়াদিল্লি

১১ অক্টোবর ঃ গত রাতে পোর্তুগাল জিতে বিশ্বকাপের মূলপর্বে যাওয়ায় কি বাড়তি সাহস পেলেন মাতোস ? ওই প্রসঙ্গ উঠতেই নিজের দলের অনুশীলন ভুলে গিয়ে অনর্গল বলে গেলেন নিজের দেশের ফুটবল অতীত থেকে বর্তমান সবটাই। তাঁর দেশের ফুটবলাররা আগে খানিকটা লাজুক লাজুক ছিল। তারা আন্তর্জাতিক ফুটবলে যার জন্য নিজেদের মেলে ধরতে পারত না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দেশের লোকজন এখন অনেক বেশই আত্মবিশ্বাসী, এমন কথাই বলে গেলেন ভারতীয় দলের পোর্তুগিজ কোচ। এবং এর সঙ্গেই জুড়ে দিলেন, 'এটা একটা লম্বা পদ্ধতি অনুসরণের ফসল। একমাত্র তাহলেই এই জায়গায় পৌঁছানো যায়।' তিনি কি এদেশের দুর্বল পরিকাঠামোর দিকেই ইঙ্গিতটা করলেন ? নাকি তাঁর কথাটা আসলে ফেডারেশনের কর্তাদের উদ্দেশ্যে ? তা যদি হয় তাহলে অবশ্য তাঁকে এখনও কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। সবে বিশ্বকাপে ভারত একটা গোল করেছে। তাই মাতোস এবং তাঁর দলকে নিয়ে নাচানাচি চলছে। কিন্তু আই লিগে তেমন কিছু করতে না পারলেই বাস্তবের মাটিতে আছড়ে ফেলা হবে। একমাত্র যদি ঘানার বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত একটা অন্তত পয়েন্ট ছিনিয়ে আনতে পারে ভারত, তবেই হয়তো মাতোসকে আগামী তিন বছর আর বিদায় নিতে হবে না। নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারবেন এই ছেলেদের।

তবে ঘানার বিরুদ্ধে পয়েন্ট পাওয়াটা যে সহজ কাজ নয় তা এখন বুঝতে পারছেন মাতোস নিজেও। সবথেকে বড়ো কথা, তার দুই প্রধান অস্ত্র আনোয়ার এবং অমরজিতের চোট। এঁদের মধ্যে আনোয়ারের না থাকাটা যে তাঁদের কাজটা কঠিন করে দিয়েছে তাও মানতে দ্বিধা নেই দলের সঙ্গে যুক্ত লোকজনের। দুজনেরই না খেলার ইঙ্গিত এদিন গোমড়ামুখে দিয়ে গেলেন কোচ নিজেই। তাঁর বক্তব্য, 'আনোয়ার আর অমরজিতের চোট রয়েছে। খেলতে পারবে কিনা তা কাল ম্যাচের আগে দেখে সিদ্ধান্ত নেব।' দুজনকেই এদিনও অনুশীলনের সময়ে ফিজিক্যাল ট্রেনার শুধুই হাঁটাহাটি করালেন। পরিস্থিতি যা তাতে মাতোসের মধ্যে একটা হাল ছাড়া মনোভাব। অঙ্কের বিচারে যে তাঁর দলের এখনও পুরোপুরি সুযোগ রয়েছে তার কোনো রেশ তাঁর কথার মধ্যে নেই। বরং তাঁর বক্তব্য অবাকই করে, 'আমার দলের মোটিভেশন হল, নিজেদের প্রমাণ করা। প্রতিটি ম্যাচেরই আলাদা আলাদা স্ক্রিপ্ট থাকে। ইউএসএ ম্যাচের থেকে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে যেমন আরও ভালো খেলার তাগিদ ছিল। তেমনি এবার ঘানার বিপক্ষে ওদিনের থেকে আরও বেশি ভালো খেলতে তৈরি আমার ছেলেরা।' এই কথার মধ্যে কোথাও নেই জয়ের প্রসঙ্গ। অথচ তাঁর দলের প্রসঙ্গ উঠতে উচ্ছ্বসিত ঘানা কোচ স্যামুয়েল ফাবিন। তিনি বলে দিলেন, 'ভারতের ফুটবলারদের অর্গানাইজেশনটা খুব ভালো। এদের মধ্যে ভালো খেলার তাগিদ রয়েছে বিশেষত গোলরক্ষক এবং সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার (আনোয়ার) দুর্দান্ত। গোল করা অত সহজ নয়। এটাই দুশ্চিন্তায় রাখছে আমাদের।' মাতোস জানালেন, তাঁর দলের খেলার স্টাইলে কোনো পরিবর্তন হবে না। তাঁর বক্তব্য, 'ঘানা যেহেতু ফিজিক্যালি খুব শক্ত-সমর্থ তাই একটু লম্বা-চওড়া চেহারার ছেলেদেরই দলে রাখব বলে ভাবছি। যেমন আমাদের জিকসন-নমিতদের উচ্চতা বেশ ভালো। জেতার বিশ্বাস নিয়েই নামতে হবে। হারার কথা ভাবার কোনো অবকাশ নেই।' তিনি যতই দোলাচলে থাকুন না কেন, তাঁর ছেলেরা টিম মিটিংয়ে বলে দিয়েছে, 'স্যার আমরা কাল জিতেই ফিরব।' প্রতিপক্ষের মিডফিল্ডার মহম্মদ ইদ্রিস তাঁকে চিন্তায় রেখেছেন। আর দুই উইং হাফ আক্রমণে যে ভালো সাহায্য করে তারও উল্লেখ করেন মাতোস। ঘানার কাছে চিন্তার কারণ তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার আব্দুল ইউসুফকে পাচ্ছে না তারা। ইউএসএ ম্যাচে মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভরতি ছিলেন তিনি। এদিনই তাঁকে ছাড়া হয়।

ঘানা আপাতত যে জায়গায় রয়েছে তাতে পরের রাউন্ডে যেতে হলে তাদের জিততেই হবে। না জিতে দেশে ফিরে গেলে তাকে নাকি মেরেই ফেলা হবে, হাসতে হাসতে এমন কথাও বলে দেন স্যামুয়েল ফাবিন। আসলে তাদের কাছে সত্যিই এই ম্যাচটা এখন ডু অর ডাই। কলম্বিয়া যদি যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দেয় আর ভারত জেতে ঘানার বিরুদ্ধে তাহলে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেবে আফ্রিকার এই দেশই। আর ভারতের সামনে সুযোগ থাকবে শেষ ষোলোয় যাওয়ার। তবে তার জন্য অবশ্য শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে মাতোসের দলকে। কারণ অন্য গ্রুপের অবস্থান না ঠিক হওয়া পর্যন্ত দু-দলেরই ভাগ্য ঝুলে থাকবে।

পাওলিনহো, লিঙ্কনের চোটে চিন্তায় কার্লোস

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচি, ১১ অক্টোবর ঃ ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। দুনিয়াকে চমকে দিয়ে মেসি ম্যাজিকে আর্জেন্টিনাও পৌঁছে গেছে বিশ্বকাপের মূলপর্বে।

নেইমার-মেসিদের আগামী বিশ্বকাপ কেমন হবে, শেষপর্যন্ত মেসি বিশ্বকাপ– অভিশাপ কাটাতে পারবেন কিনা, এমন নানা আলোচনায় যখন ডুবে রয়েছে ফুটবল দুনিয়া তখন ভারতের মাটিতে হইচই ফেলে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের নকআউটে উঠে পড়েছে ব্রাজিল। প্রথমে স্পেন ও গতরাতে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত জয়ের পর আজ বেলার দিকের বিমানে কোচি থেকে গোয়া পৌঁছে গেল কার্লোস আমাদেউয়ের দল। দুপুরে গোয়া পৌঁছে বাকি সময়টা বিশ্রাম নিল পুরো দল। শুক্রবার সেখানেই গ্রুপের শেষ ম্যাচে নাইজারের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।

জোড়া জয়ের সাফল্য নিয়ে গোয়া পৌঁছে অবশ্য খুব একটা স্বস্তিতে নেই টিম ব্রাজিল। সৌজন্যে গতরাতে উত্তর কোরিয়া ম্যাচে পাওয়া চোট। দলের প্রথম একাদশের দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার পাওলিনহো ও লিঙ্কন, দুজনেরই চোট রয়েছে। গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রাজিল কোচ দাবি করেছিলেন, তাদের চোট গুরুতর নয়। কিন্তু তারপরও ব্রাজিল শিবিরে তাদের নিয়ে একটা খচখচানি থেকেই যাচ্ছে। পাওলিনহো, লিঙ্কনদের চোট নিয়ে উদ্‌বেগ থাকলেও ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের রিজার্ভ বেঞ্চ এতটাই শক্তিশালী যে, তাদের ছাড়াও খেলতে তৈরি বাকিরা। কোচ কার্লোস ইঙ্গিত দিয়েছেন, নাইজারের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তন করতে পারেন তিনি। কার্লোস আমাদেউ বলেছেন, 'এখনও কিছুই চূড়ান্ত করিনি। আমাদের কাছে সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শেষ ম্যাচে নাইজারের বিরুদ্ধেও একইভাবে সাম্বার ঝড় তুলতে চাই আমরা।'

শেষ ষোলোর টিকিট পেয়ে যাওয়ার পর ব্রাজিল এখন থেকেই পাখির চোখ করে ফেলেছে ২৮ অক্টোবরের কলকাতা। হয়তো চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের কারণে দলের কেউ এব্যাপারে মুখ খুলছেন না। কিন্তু

গতরাতে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতার পাশাপাশি নিজের দলকে সতর্কও করেছেন ব্রাজিল কোচ। ইরানের কাছে জার্মানির অপ্রত্যাশিত হারের পর এবারের বিশ্বকাপে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে বলে জানিয়ে ব্রাজিল কোচ বলেছেন, 'দারুণ লড়াই চলছে এবারের বিশ্বকাপে। ইরান জার্মানিকে হারিয়ে সেটা প্রমাণ করেছে। তাই আমাদের সতর্ক থেকে একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে হবে। কোনো প্রতিপক্ষকেই হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। মনে রাখবেন, বিশ্বকাপের মঞ্চে দুর্বল দল বলে কিছু হয় না।'

নিজের দলকে সতর্ক করার সঙ্গে নক আউটের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ নিয়েও এখনই মাথা ঘামাতে নারাজ ব্রাজিল শিবির। বরং সাম্বা ম্যাজিকে ভারত সহ বাকি দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করে দেওয়ার পর ব্রাজিল শিবির এখন মজেছে দলের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ভিক্টর ববসিনকে নিয়ে। অ্যান্টোনিয়ো, অ্যালান, ওয়েভারসনদের সঙ্গে তার বোঝাপড়া দারুণ। প্রতি ম্যাচে আড়াল থেকে দলের অদৃশ্য নেতা হিসেবে হাজির হচ্ছেন তিনি। এহেন ববসিনকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁর কোচ কার্লোসও। ব্রাজিল কোচ বলছেন, 'ববসিন আমাদের দলের খুব গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অ্যান্টোনিয়ো, ববসিন, পাওলিনহোরা দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলছে। ফলে ওদের মধ্যে দুর্দান্ত বোঝাপড়া রয়েছে। মাঠে কী করতে হবে, আলাদা করে বলে দিতে হয় না।' কোচের ঢালাও শংসাপত্র পাওয়া ববসিনও এমন প্রশংসার সামনে কিছুটা লজ্জায় পড়েছেন। রাতের দিকে মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে ববসিন বলছিলেন, 'আমরা অনেকদিন একসঙ্গে খেলছি বলে বোঝাপড়া ভালো সবার সঙ্গে, এটা ঠিকই। আসলে দল হিসেবে আমরা ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছি। একটা করে ম্যাচ ধরে এগিয়ে চলাই এখন লক্ষ্য আমাদের।'

ববসিনদের লক্ষ্যপূরণের প্রতিজ্ঞা বিশ্বকাপে ব্রাজিলকে নিশ্চিতভাবেই আরও এগিয়ে দেবে। আর সাম্বা ঝড় যখন একবার উঠেছে ভারতের মাটিতে, তখন শেষটা যেন কলকাতাতেই হয়, এই প্রার্থনাও শুরু হয়েছে ফুটবল মহলে। পেলের দেশ কলকাতায় বিশ্বসেরা হচ্ছে, অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের জন্য এর চেয়ে ভালো বিজ্ঞাপন আর কী বা হতে পারে।